# আলমারী

ছোটখাটো জিনিসপত্র - বালতি, স্টোভ, বাসন-কোসন, পুরোনো বাতিল হওয়া স্যুটকেস, খালি টিন, রদ্দি কাগজ - কিছুই পড়ে রইলো না। সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল। নিজেরাই কোথা থেকে খবর পেয়ে উপর-পড়া হয়ে চড়া দামে কিনে ফেললো হু-হু করে এবং সে সব কেনাকাটা হয়ে যাবার পরেও দলে দলে আরও আসতে লাগলো হুড়মুড় করে।

"ওমা সেকি? সব বিক্রী হয়ে গেল? হায় হায়, কিছুই কি নেই?"

হতাশ প্রত্যাশা নিয়ে ঘাঁটি আগলে পড়ে থাকে তবু। এমন একটা মওকা, বেশি দামে বহু ব্যবহৃত পুরোনো মাল ঘরে তোলার এরকম সুবর্ণ সুযোগ যে হাতে এসেও ফসকে গেল, সেই শোকে মুহ্যমান হয়ে যত্র তত্র বসে পড়ে। ভ্রু-যুগল থেকে অদৃশ্য ঘর্মরেখা মোছে রঙচঙে রুমাল অথবা শ্বেত-শুভ্র 'গাবি'র অঞ্চলে।

এ রকমটা হবে, সে কথা আগেই বলে রেখেছিল শিবদাস, সেই বছর তিনেক আগে। যখন প্লাস্টিকের মগ, তালপাতার ঝাঁটা আর চটের পাপোষের দাম শুনে চমকে চমকে উঠছিলাম।

"কিচ্ছু ভাববেন না দাদা। যা পাচ্ছেন, যে দামে পাচ্ছেন, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কিনে ফেলুন। একটু ইতস্তত করেছেন কি মাল উড়ে যাবে। এই পোড়া দেশে কিছু কি পাওয়া যায় নাকি? মাঝে মধ্যে দু'এক পীস বাজারে পড়তে না পড়তে অদৃশ্য। কাকের মুখে ভাত ফেলার সামিল। দাম শুনে ঘাবড়াচ্ছেন? এরপর দাম দুনো হয়ে যাবে, যদি তখনও পাওয়া যায়। তাই দুদ্দাড় কিনে ফেলে ঘরজাত করুন। ব্যাঙ্কের টাকা তো খোলাম-কুচি, প্রতিদিন দাম কমছে তার। ঘরের জিনিসপত্তরই লক্ষ্মী। তা সে ডালা-ভাঙা স্যুটকেস, শিক-ভাঙা ছাতা, বিকল সাইকেল, রঙচটা কলাইয়ের গামলা, যা-ই হোক না কেন। কিচ্ছু পড়ে থাকবে না। সব চেটেপুটে নিয়ে যাবে লোকে, চড়াদামে কিনে। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ

করতে করতে ----।"

তা শিবদাসের কথাতেই ক্রমে ক্রমে ওরেলু'র কার্পেট, চীনে কুকার, অ্যাথেন্সের থান চাদর, টেবিল ক্লথ, আসমারা'র আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামে বাড়ি বোঝাই করেছিলাম কোন কার্পণ্য না করে। সত্যিই তো! বিদেশে বিভুঁইয়ে এসে যখন পড়েইছি, থাকতে যখন হবেই ঝাড়া তিন বছর, তখন ত্রিশঙ্কু হয়ে এক পায়ে খাড়া না থেকে একটু আরাম ও স্বস্তিতে থাকাই তো বিধেয়।

গোল বাধালো আলমারীটা। পেল্লায় আকারের ডবল-দরজাওলা বনেদি ডিজাইনের আলমারী। শিবদাসই দেখেশুনে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে দিলো। সেই তিন বছর আগে পৌনে তিনশো ডলার লেগেছিল। আমাদের দেশের হাজার বারশোর উপর।

শিবদাস বলেছিল, "কিচ্ছু বলা যায় না দাদা। স্কুল করছেন, ফিরে এসে দেখলেন ট্রান্জিস্টার কি টাইমপীস্ গায়েব। কিংবা কাপড়-চোপড়ই পাচার করে দিল কেউ। কত আর সামলে বেড়াবেন? এ বেশ, আলমারীতে তালা মেরে তুলে রাখলেন সব।"

তাই করেছিলাম তিনবছর ধরে।

এখন এই যাত্রাকালে সব স্বস্তি নিরাপত্তা সুদসুদ্ধু আদায় হতে বসেছে ওই বিপুলকায় আলমারীর কল্যাণে। শিবদাস বহু আগেই পাত্তাড়ি গুটিয়েছে। ম্যানিলা না মোজাম্বিক কোথায় যে ভিড়েছে শেষতক্, তার পাত্তাও রাখি না আর। কাজেই এই আলমারীর ঝকমারি বিষয়ে তার সম্ভাব্য রকমারি মন্তব্যের কথা ভেবে কালক্ষেপ নিরর্থক। তবে শিবদাস না থাক, একেবারে কেউই কি নেই তা বলে? লালিবেলা'র বলরাম সাহু, ওল্ডিয়া'র ক্রিস্টোফার, কম্বোল্চা'র পাকড়াশি। কম্বোল্চা'র পাকড়াশিকেই পাকড়ালাম শেষমেশ।

ট্যাক্সিতে মাত্র দু'ডলার ভাড়া, ঘন্টাখানেকের পথ। শনিবার দিন বেলাবেলি গিয়ে হাজির হলাম।

আলমারীর কথা শুরু করতেই পাকড়াশি লাফিয়ে উঠলো, "এখনও

আছে সেটা?"

"আছে বৈকি। ওটাকে নিয়েই তো যত হাঙ্গামা বেধেছে। এদিকে আসছে শুক্রবারের ফ্লাইটে টিকিট বুক হয়ে আছে কবে থেকে ----।"

"কোই পরোয়া নেহী ব্রাদার। আমিই ওটা নিয়ে নেবো। কত যেন দাম বলেছিলে?" পাকড়াশি নাকে রিডিং-গ্লাস এঁটে আঁতিপাঁতি করে চেকবই খুঁজতে থাকে।

আমি হাত নেড়ে বাধা দিয়ে বলি, "রোসো। শোনো আগে ব্যাপারটা। চেকবই চাই না। ও আলমারী বিক্রী হয়ে গেছে।"

পাকড়াশি রিডিং-গ্লাস কপালে তুলে বলে, "কি উল্টো-পাল্টা বকছো? এই মাত্তর বললে ওই আলমারী নিয়ে গণ্ডোগোল বেধেছে, আবার বলছো বিক্রী হয়ে গেছে। তার মানেটা কি?"

আমি যথাসাধ্য গুছিয়ে বলি ব্যাপারটা।

"অন্যান্য আসবাব-তৈজসপত্রের মত আলমারীর জন্যেও আগ্রহশীল গ্রাহকেরা গৃহে আনাগোনা কম করেনি। 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ'এর রীতি মতে প্রথম জুটিকেই বিক্রী করে ফেলি ওটা। তবে আলমারীটা ওরা কিনলেও তক্ষুণি হাতে-হাতে দেওয়া হয়নি জিনিসটা, দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফুটফুটে ফিটফাট স্বামী-স্ত্রী দু'টিতে মিলে দেখেশুনে কিনলেও দশাসই জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি সেদিন। মুটেমজুর আর গাড়ির যথাবিধি ব্যবস্থা করে সত্বর স্বধামে সেটা স্থানান্তরিত করার আশ্বাসসহ নগদ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে সেই যে গেল ----"

আমাকে অর্ধপথে থামিয়ে দিয়ে পাকড়াশি বললো, "আর আসেনি বুঝি?"

বললাম, "এসেছে। রোজদিনই আসে। সকালে, বিকেলে, দুপুরে। যখন তখন। ওদের জ্বালায় নাওয়া, খাওয়া, ঘুম মাথায় উঠেছে আমার। শেষে এত সাধের দেশে ফেরাটাই মাটি হয়ে যায় বুঝি।"

পাকড়াশিকে বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা। আলমারীটা কিনেছিল সস্ত্রীক হাইলু কেবেডে। অর্থাৎ অতো কেবেডে আর ওজিরো আলেমু। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। শুক্কুর, শনি, রবি এই তিনটে দিন বাদ দিয়ে সোমবারে ভোর রাত্তিরে - সবে আলো ফুটেছে কি ফোটেনি - সদরে হাঁকডাক

শোনা গেল। দরজা খুলতেই অতো কেবেডে গলা হাঁকড়ে বললেন, "গুড মর্নিং মিস্তার চাতার্জি। আলমারীটা নিতে এসেছি আমরা।"

অদূরে অপেক্ষমান ঠেলাগাড়ি সমেত লোক দুটোর দিকে ইশারা করে পার্শ্ববর্তিনীর কনুই ধরে ঘরে ঢোকার উপক্রম করতে গিয়ে চমকে থমকে থামলেন অতো কেবেডে।

ততক্ষণে দ্বারদেশে আর এক জুটির আবির্ভাব হয়েছে।

"গুড মর্নিং মিস্তার চাতার্জি, আমার আলমারীটা নিতে এলাম।"

দু নম্বর ঠ্যালাগাড়ি আর দুটো লোকের দিকে ঘাড় নেড়ে ইশারা করে স্যুট-বুট পরা সঙ্গীর হাত ধরে চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে বাধা পেয়ে থমকে থামলেন ওজিরো আলেমু।

আমার মাথার মধ্যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো। প্রথম দিন অতো কেবেডে এসেছিল ওজিরো আলেমুর কনুই ধরে। দু'জনেই বলে গেছিল আলমারী নিতে আসবে লোকজন, গাড়িটারির ব্যবস্থা করে। তা দু'জনেই এসেছে। কিন্তু এখন ওরা দুই পার্টি। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদিকে দু'দলে, অতো কেবেডে আর ওজিরো আলেমুর মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ থেকে হাতাহাতি লেগে যায় আর কি! কেবেডের সঙ্গিনী মহিলা আর ওজিরো আলেমু'র স্যুটধারী সহচর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো নির্বাক, নির্বিকার হয়ে।

"কবেকার ব্যাপার এটা?" পাকড়াশি শুধোলো।

"রোজকার। সেই সোমবার থেকে নিত্তি-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। কি যে করি!"

পাকড়াশি বললো, "ব্যাপার ঘোরালো বটে। বিষ্যুৎবারে আলমারী কিনলো স্বামী-স্ত্রী। সোমবারে তারা আর স্বামী-স্ত্রী নেই, শত্রুপক্ষ। এক জুটি ভেঙে দু'জুটি হয়েছে। দু'দুটো সংসার এখন। তোমার আলমারীটা কোন সংসারে যাবে সেই প্রশ্ন। তা, তোমার কি মত?"

"কেন ভাই আমাকে খামোকা কষ্ট দিচ্ছো। চুলোয় যাক আলমারী। আমি এখন কোনমতে এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। ভয় হচ্ছে যাওয়াটাই না কেঁচে যায় শেষ অবধি। দু'তরফই পুলিসের হুমকি দিয়ে গেছে ----।"

পাকড়াশি ভ্রু কুঁচকে বললো, "হুম্।"

তারপর চুপ করে চোখ বুঁজে কিছু ভাবতে লাগলো। ওর চাকর মুলুগেতা ততক্ষণে বিরাট একটা ট্রে'র উপর টেবিল-ক্লথের সাইজের 'ইনজেরা' আর সুপ্রচুর 'বেরবেরে' মিশ্রিত লাল-ঝাল 'ওয়াৎ'এর প্লেট এনে সামনে ধরেছে।

'ইনজেরা' ছিঁড়ে 'ওয়াৎ'এ ডুবিয়ে খেয়ে চলেছি একমনে, হঠাৎ পাকড়াশি হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, "মুলুগেতা, আমি ডেসি যাচ্ছি। দু'তিন দিন পরে ফিরবো। চলো হে চ্যাটার্জী ----।"

ডেসি'তে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখনই টেলিফোন যোগে অতো কেবেডে আর ওজিরে আলেমুকে সংবাদটা জানালাম - আমি বাস তুলে বাড়ি হস্তান্তর করছি, ওঁরা দয়া করে আলমারীটা নিয়ে যান যেন। দু'পার্টিকে হুবহু একই বার্তা পাঠালাম, আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় আমন্ত্রণ জানিয়ে। ঠিক তখনই আমাকে পাওয়া যাবে বাড়িতে ----। সাঙ্গোপাঙ্গ আরও অনেককে ডেকেছিলাম। ক্রেট বোঝাই 'বিরা' আর প্যাকেট ভর্তি পপ্কর্ন জোগাড় করলাম। আর স্টিরিওতে গান।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় সেই মহিলাকে বগলদাবা করে অতো কেবেডে হাজির হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্যুটধারীর কন্ঠলগ্না হয়ে আবির্ভূতা হলেন ওজিরো আলেমু। রাস্তার অপর পারে দুই ঠ্যালাগাড়ি নামিয়ে রেখে মজুরগুলো ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে ফুঁকতে লাগলো। আমার বৈঠকখানা তখন গানে-পানে-পপ্কর্ন ভক্ষণে সরগরম।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললাম, "এই যে, আসুন, আসুন।"

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে মধ্যমণি পাগড়ি পরিহিত পাকড়াশির কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে দেখিয়ে বললাম, "ইনি এ বাড়ির মালিক খুদাবক্স গিবরে মেস্কেল্।

"বাড়িটা সরকারী নয়?"

"না। সরকারকে ইজারা দিয়েছিলেন এটা এবং এরকম আরও ক'খানা বাড়ি। এ বাড়িটা সরকার থেকে ফেরৎ নিচ্ছেন এবার, নিজের বসতবাটি করবেন বলে।"

পাগড়িপরা পাকড়াশি অদ্ভুত একটা টান দিয়ে ঈষৎ নাকি সুরে বললো, "হ্যাঁ, এখানেই থাকবো এবার। তবে এক্ষুণি আসছি না। বাড়িটা ভাল করে সারিয়ে-সুরিয়ে মেরামৎ করে তারপর। দেখছেন না, কি হাল করেছে বাড়ির? নিজের বাড়ি মশাই সন্তানতুল্য, এর অযত্ন সহ্য হয় না। পাই পয়সা ছাড়বো না। যেখানে যা ভাঙা-চোরা, প্লাস্টার খসা, পেরেক ঠোকা - সব লিস্টি বানিয়ে খেসারৎ আদায় করবো।"

নাচ-গান ও পান-ভোজনের ফাঁকে কেবেডে ও সঙ্গিনী উসখুস করতে থাকে। সেই স্যুটপরা লোকটা ও ওজিরো আলেমু'ও। পাকড়াশির ইশারা পেয়ে আমি উঠে পাশের ঘরে চলে এলাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় হাঁক পাড়লাম, "অতো কেবেডে, ওজিরো আলেমু ----।"

হুড়মুড় করে চারজনে এসে চৌকাঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি! আমি ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত মুখে নীরস কন্ঠে গড় গড় করে বলে গেলাম, "এই আলমারীটা, যেটা আমার কাছ থেকে আপনারা কিনেছেন, দয়া করে নিয়ে যান। কালকেই বাড়ি খালি করে দিচ্ছি আমি। মালিক খুদাবক্সের সামনেই খালি করে দিতে চাই, যাতে পরে আর আমাকে নতুন করে ভাঙাচোরা, প্লাস্টার খসা, পেরেক ঠোকার দায়ে দায়ী না হতে হয়।"

অতো কেবেডে আর ওজিরো আলেমু'র হাঁকে-ডাকে ঠ্যালাগাড়ির লোকগুলো এসে পড়লো। সবাই মিলে হেঁইয়ো জোয়ান রবে আলমারী ধরে যত না ঠেলাঠেলি করে, আলমারী পাদমেকম ন গচ্ছতি। এতগুলো লোক গলদঘর্ম হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকে।

"আমার কিছু বক্তব্য আছে ---- " পাগড়িপরা পাকড়াশি ওরফে খুদাবক্স হেলতে দুলতে বাদশাহি কায়দায় ঘরে ঢুকে আলমারীটাকে আপাঙ্গে দেখলেন, "আসমারায় আমাদের ফার্নিচারের খানদানি ব্যবসা আছে। স্বর্গীয় মহারাজের যতগুলো প্রাসাদের যাবতীয় আলমারী আমাদেরই আমদানি জানবেন। আপনারা কখনও আলমারী বানানো দেখেছেন? ভাল বনেদি আলমারী? সে ভারি মজার ব্যাপার। এই যে মূর্তিমান কালাপাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, এতগুলো জোয়ান মরদ একচুল নড়াতে পারছে না ---- আসলে কিন্তু তৈরি হবার আগে পর্যন্ত আলমারীটা হল গিয়ে গুটি কয়েক কাঠের পাটাতনের সমষ্টি মাত্র। কাঠের পাটাগুলো সমান করে কেটে, ছেঁটে, ঘষে, মেজে প্লেন করাটাই আসল কেরদানি।

তারপর জুড়ে নিয়ে পালিশ ফিরিয়ে দিলেই তো ফুরিয়ে গেল। অতএব মহোদয়া এবং মহোদয়গণ ! একবার যা জোড়া হয়েছে, আবারও তা জোড়া যেতে পারে একেবারে নিঁখুত ভাবে। কেন বলছি তার কারণ আছে। অতো চ্যাতার্জী বোধহয় আপনাদের বলতে ভুলে গেছেন যে, এই যে পেল্লায় আলমারীটা দেখছেন, এটিও আমাদের আসমারার ফ্যাক্টরিতে তৈরি। অবশ্য একেবারে তৈরি আলমারী হয়ে এ বাড়িতে পদার্পণ ঘটেনি এর। এসেছিল পাটাতন রূপে। এই ঘরে এনে তারপর জোড়া দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন এ ঘরের দরজা ও আলমারীর আয়তনে বিশেষ তারতম্য নেই। অর্থাৎ এই দরজা দিয়ে আলমারী বার করা সম্ভব নয় ----।"

জোড়া কন্ঠের উষ্ণ প্রতিবাদে খুদাবক্স নিজের মন্তব্য প্রলম্বিত করলেন, "এই দরজা দিয়ে এ আলমারী বার করা সম্ভব নয়, বেশ বড় রকমের ঝুঁকি না নিয়ে। চাতার্জী বলেছে, আলমারীটা সে বেচেছে ----।"

আমি পাদপূরণ করলাম, "চারশো ডলারে।"

"হ্যাঁ, চারশো ডলারে। আমি চাতার্জী এবং সমবেত বন্ধুগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই ঘরের একখানা দরজার দাম এখনকার বাজার দর ধরতে গেলে পড়বে প্রায় ছ'শো ডলারের মত। একটা দেয়ালের দাম কমপক্ষে দেড় হাজার। গোটা ঘরটার দাম মোট বাইশ হাজার ----।"

মুলুগেতা'র বাবা ছুতোর মিস্ত্রি। কম্বোলচা থেকে বায়না দিয়ে আনিয়েছিল পাকড়াশি। যন্ত্রপাতি সমেত। লোকজন চলে যেতেই ঘরে দরজা এঁটে চটপট আলমারীর পাল্লাগুলো খুলে ফেললো। কল-কব্জা, পিতলের স্ক্রু খুলে গুছিয়ে রাখলো একধারে।

পরদিন সকালে অতো কেবেডে আর ওজিরো আলেমু সদলবলে আসা মাত্র সর্বসমক্ষে গুনে গুনে হাতে তুলে দিলাম সব। তারপর ওদের বিদায় করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। রাস্তায় বহুক্ষণ ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল।

পাকড়াশি পাগড়ি খুলে হাওয়া খেতে খেতে বললো, "সরকারী রাস্তা, বুঝলে হে চ্যাটার্জী। তোমার আর কিছু করণীয় নেই এ ব্যাপারে।"

বললাম, "তবু, ভাবতে খারাপ লাগছে। এই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে হাত ধরাধরি করে এসেছিল দু'জনে, কতই না ভাব-ভালবাসা।

আর এখন এরকম করে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া গালিগালাজ করছে। ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে বাকী রেখেছে শুধু ----।"

বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। রান্নাঘরের পাশে ছোট এক চিলতে ভাঁড়ার মত। পাঁজা করা একরাশ ইঁট সাজানো রয়েছে সেখানে। ওগুলো আবার কোথা থেকে এলো?

পাকড়াশি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মুচকি হেসে বললো, "ভাগ্যিস্ ওরা আলমারীর চাবি খুলে দেখতে চায়নি কাল।"

সমস্ত ব্যাপারটা দিবালোকের মত প্রাঞ্জল হয়ে গেল।

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সহজ গলায় বললাম, "সে কথা কারও মাথায় আসেনি। আসমারা'র খানদানি আলমারী সম্বন্ধে যা একখানা বক্তৃতা ছাড়লে ! তারপর এ আলমারীর হাবভাব দেখে আরও বোধহয় ভক্তি বেড়ে গেল ওদের। কিন্তু ওই আধখানা করে আলমারী কারই বা ভোগে লাগবে এখন?"

"সে ওরা নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করুক গিয়ে। স্বামী-স্ত্রী দিব্যি ঘর করছিল, কেন বাপু আলাদা হতে যাওয়া ! বুঝুক এবার ঠ্যালাখানা।"

[ ঘটনাস্থল ইথিওপিয়া ]